মানবাধিকার লঙ্ঘনের সংখ্যাগত প্রতিবেদন
(জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০২১)

গত নয়মাসের (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০২১) মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনা পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ সময়কালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু, ক্রসফায়ার, গুলিবিনিময় বা বন্দুকযুদ্ধের মাধ্যমে অনেক নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। গত ৩ আগষ্ট রাজধানীর উত্তরা পূর্ব থানায় পুলিশের রিমা- থাকা অবস্থায় মোঃ লিটন (৪০) নামে এক ট্রাক চালকের মৃত্যু হয়। পুলিশ লিটনের মৃত্যুর ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে দাবি করলেও তাঁর পরিবারের সদস্যসহ ট্রাক শ্রমিকদের পক্ষ থেকে থানা হেফাজতে নির্যাতনের কারণে লিটনের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এ ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে অপহরণ ও গুমের ঘটনার পাশাপাশি 'নিখোঁজ' এর ঘটনাও ঘটছে। মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশী ছাত্র রিজওয়ান হাসান রাকিন তাঁর স্ত্রীর বড় ভাই মাহফুজুর রহমানের সাথে গত ৪ আগস্ট সকাল ৮ টা ৪০ মিনিটে এমিরেটসের একটি ফ্লাইটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামেন। রিজওয়ানের নানা সেলিম সারোয়ার আসক প্রতিনিধিদেরকে জানান, পেৰ্রন থেকে নামার পর মাহফুজ ফোনে তাঁকে পৌঁছানোর খবর জানান। এরপর তিনি বিমানবন্দর এলাকায় তাঁদের কোন খোঁজ না পেয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। ওই দিন (৪ আগষ্ট) রাত সাড়ে ১১টার দিকে চোখ বাঁধা অবস্থায় মাহফুজকে যাত্রাবাড়ী এলাকায় নামিয়ে দেয় অজ্ঞাতনামা অপহরণকারীরা। বাসায় ফিরে এসে মাহফুজ তাঁদেরকে জানান, বিমানবন্দরের ভেতরে অভিবাসন ডেস্ক পার হওয়ার পর তাঁদের দুজনকেই চোখ বেঁধে গাড়িতে তোলা হয়। তারপর অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁদের। রিজওয়ানের রাজনৈতিক পরিচয় এবং কোনো অপরাধে জড়িত কি না– তা জানতে চাওয়া হয়। রিজওয়ানের পরিবার এখনও পর্যন্ত তাঁর কোন সন্ধান পাননি।

অন্যদিকে ধর্ষণ ও দলবদ্ধ ধর্ষণসহ নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাসমুহ ক্রমবর্ধমান হারে ঘটে চলেছে। এ ছাড়া মতপ্রকাশের অধিকার হরণসহ ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্টে গণমাধ্যমকর্মীসহ ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরবদ্ধে হয়রানীমূলক মামলার অনেক ঘটনা ঘটেছে। এ সময়কালে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা-নির্যাতনের ঘটনা ছিল উলেৰ্খযোগ্য। বিশেষত আসন্ন দুর্গাগূজাকে সামনে রেখে প্রতিবারের ন্যায় এবারও হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটছে।

গত ৮ জুলাই নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার কর্ণগোপ এলাকায় সজীব গ্রবপের হাসেম ফুডস লিমিটেডের কারখানায় অগ্নিকা-ের ঘটনায় অর্ধশতাধিক শ্রমিক নিহত এবং অন্তত ৩৫ জন আহত হন। কারাখানা কর্তৃপৰসহ সংশিৰস্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অবহেলা এবং শ্রম আইনের লংঘনের ফলে এ অগ্নিকা-ের ঘটনাটি ঘটেছে বলে বিভিন্ন সংস্থার তদন্ত প্রতিবেদনে উলেৰখ করা হয়েছে।

২০ সেপ্টেম্বর সারা দেশে ১৬০টি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। গণমাধ্যমসূত্রে জানা যায়, ভোটের আগেই বাগেরহাট, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৪৩টি ইউপিতে আওয়ামীলীগের মনোনীত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এর মধ্যে বাগেরহাটে ৬৬টি ইউপির মধ্যে ৩৮টিতে আওয়ামীলীগের প্রার্থীদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। বাকি ২৮ ইউপিতে আওয়ামীলীগের প্রার্থী ও প্রতিদ্বন্দ্বী নিজ দলেরই বিদ্রোহীপ্রার্থী। প্রথম পর্যায়ের ইউপি নির্বাচনের আগের অংশেও একই চিত্র দেখা গেছে। ২০৪ ইউপিতে ২১ জুনের নির্বাচনে ২৮ জন চেয়ারম্যান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন। এভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীতাহীন ও ভোটারবিহীন স্থানীয় নির্বাচন নাগরিকের ভোটাধিকার হরণসহ দেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে বলে আসক মনে করে।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে সংগ্রামরত আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইটি ফর পিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটসের চেয়ারম্যান মুহিবুলৰাকে গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে কক্সবাজারের উখিয়ায় লাম্বাশিয়া রোহিঙ্গা শিবিরে গুলি করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। মুহিবুলৰাহ মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের ৰেত্রে গুরৰত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিলেন।

মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনার বিষয়ভিত্তিক পরিসংখ্যানঃ

বিচারবহির্ভূত হত্যাকা- ও হেফাজতে মৃত্যুর অভিযোগ

গত জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর (২০২১) পর্যন্ত গত নয়মাসে প্রধান প্রধান জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে দেখা গেছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে এবং 'ক্রসফায়ারে' মোট ৪৮ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে'ক্রসফায়ার'/বন্দুকযুদ্ধ/গুলিবিনিময়/এনকাউন্টারে নিহত হন ৩৪ জন, বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে ৯ জন ও নির্যাতনে ৪ জন মারা যান। এ ছাড়া গ্রেফতারের পরে হার্ট এ্যাটাকে (পুলিশের ভাষ্যমতে) ১ জনের মৃত্যু হয়।

কারা হেফাজতে মৃত্যু

এ বছরের নয়মাসে কারাগারে অসুস্থতাসহ বিভিন্ন কারণে মারা যান ৬৭ জন। এর মধ্যে কয়েদি ২৫ জন এবং হাজতি ৪২ জন।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে অপহরণ/গুম (পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি)

দেশের জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে জানা যায়, গত নয়মাসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে অপহরণ/গুমের শিকার হন ৬ জন। এর মধ্যে পরবর্তী সময়ে ৩ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে এবং নিখোঁজ রয়েছেন আরও ৩ জন।

সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানি

গত নয়মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ১ জন সাংবাদিক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান এবং ১৫৪ জন সাংবাদিক বিভিন্নভাবে নির্যাতন, হামলা-মামলা ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। নির্যাতিত সাংবাদিকদের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ৮ জন, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মীদের দ্বারা ১৪, স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১৩ জন, হেফাজতে ইসলামের ডাকা হরতালের ডাকা হরতালে ১৩ জন সাংবাদিক আহত হন। এ ছাড়া ১০৬ জন সাংবাদিক ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, স্থানীয় প্রভাবশালী মহল ও সন্ত্রাসীদের দ্বারা বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

নারীর প্রতি সহিংসতা

এ বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ধর্ষণ, দলবদ্ধ ধর্ষণ, যৌন হয়রানি ও সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা, পারিবারিক নির্যাতন, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, গৃহকর্মী নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপসহ নারী নির্যাতনের ঘটনা গত বছরের (২০২০) নয়মাসের তুলনায় বেড়েছে।

ধর্ষণ ও হত্যা

এই নয়মাসে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ১০৮৫ নারী, যার মধ্যে একক ধর্ষনের শিকার হন ৮৭৯ জন এবং দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হন ২০৩ নারী। ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হন ৩৯ জন এবং আত্মহত্যা করেছেন ৮ নারী। এছাড়া ধর্ষণচেষ্টার ঘটনা ঘটেছে ২৫৬টি। উলেৰখ্য, গত বছরের জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নয়মাসে মোট ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন ৯৭৫ নারী।

যৌন হয়রানি ও সহিংসতা

এই নয়মাসে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন ১০১ নারী, এর মধ্যে ১০ নারী আত্মহত্যা করেছেন এবং হত্যার শিকার হয়েছেন ৩ নারী। এ ছাড়া যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন ৭১ জন পুরৰষ, যার মধ্যে ৪ জন পুরৰষ খুন হয়েছেন।

পারিবারিক নির্যাতন ও হত্যা

এ বছরের নয়মাসে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৫২৭ নারী। যাদের মধ্যে স্বামী, স্বামীর পরিবার এবং নিজ পরিবার কর্তৃক হত্যার শিকার হন ৩০৩ নারী এবং পারিবারিক নির্যাতনের ফলে আত্মহত্যা করেছেন ১১৮ নারী। উলেৰখ, গত বছরের জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন ৪৩২ নারী।

যৌতুককে কেন্দ্র করে নির্যাতন ও হত্যা

যৌতুককে কেন্দ্র করে নির্যাতন ও হত্যার শিকার হয়েছেন মোট ১৮২ নারী। যৌতুকের জন্য নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে ৬০ জনকে এবং নির্যাতনের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন ১২ জন নারী। এর মধ্যে যৌতুকের কারণে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৯৮ জন।

গৃহকর্মী নির্যাতন ও হত্যা

এ সময়ের মধ্যে ৩৮ জন গৃহকর্মী নির্যাতন ও হত্যার শিকার হন। যাদের মধ্যে হত্যার শিকার হয়েছেন ১২ জন এবং ধর্ষণ ও শারীরিক নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরণের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ২৬ গৃহকর্মী ।

সালিশ ও ফতোয়া

এ সময়ে সালিশ ও ফতোয়ার ঘটনা ঘটেছে ১২টি। এছাড়া এসিড সন্ত্রাসের শিকার হন ১৯ নারী।

শিশু নির্যাতন ও হত্যা

শিশুর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন সংক্রান্ত পরিসংখ্যানও উদ্বেগজনক। গত নয়মাসে হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১৬৩৬ শিশু। এর মধ্যে হত্যার শিকার হয় ৪৭১ জন এবং শারীরিক ও যৌন নির্যাতনসহ নানাভাবে সহিংসতার শিকার হয় ১১৬৫ শিশু। এই ১১৬৫ জনের মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয় ৬৪৮ কন্যাশিশু এবং বলাৎকারের শিকার হয়েছে ৬৪ জন ছেলে শিশু। উলেৰখ্য, ২০২০ সালের এই সময়কালে হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল ১৫২৩ শিশু।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন

এ সময়ের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ১০২টি বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। প্রতিমা, মন্দির ও পারিবারিক পূজামন্ডপে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে ৭৮টি। এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন ৭ জন। জমি ও বাড়িঘর দখল এবং উচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে ৭টি। এছাড়া বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পরিবার ও বাড়িঘরে হামলা হয়েছে ১টি। উলেৰখ্য, ২০২০ সালের এই সময়কালে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৭টি বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং ৪৮টি প্রতিমা, মন্দির ও পারিবারিক পূজামন্ডপে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

সীমান্ত সংঘাত

এই সময়কালে ভারত সীমান্তে মোট নিহত হয়েছেন ১১ জন। এর মধ্যে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর গুলিতে ৯ জন, শারিরিক নির্যাতনে ১ জন এবং বিএসএফ-এর ধাওয়া খেয়ে পানিতে ডুবে ১জন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আহত হয়েছেন ৬ জন এবং অপহরণের শিকার হয়েছেন ৩ জন।

রাজনৈতিক সংঘাত

গত নয়মাসে প্রধান প্রধান জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা গেছে, রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে মোট ৩২১টি। এতে নিহত হয়েছেন ৬৪ জন এবং আহত হয়েছেন ৪৪০৫ জন। এর মধ্যে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে সহিংসতা ও সংঘর্ষের ১৬৭টি ঘটনায় আহত হয়েছেন ১৯৪২ জন এবং নিহত হন ৩০ জন।

গণপিটুনি

এ সময়কালে গণপিটুনির ঘটনায় নিহত হন মোট ২৬ জন নাগরিক। উলেৰখ্য, গত বছর (২০২০) এই সময়কালের মধ্যে গণপিটুনিতে নিহত হয়েছিলেন ৩০ জন।

(মানবাধিকার লঙ্ঘনের এ সংখ্যাগত প্রতিবেদনটি ১০টি জাতীয় দৈনিক ও বিভিন্ন অনলাইন পোর্টালে প্রকাশিত সংবাদ ও আসক-এর নিজস্ব সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে)